

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারি ১, ২০১৭

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

পরিপত্র

তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ২০১৬

নং ৯৯১/সংস্থা/২০১৬/১২৫৪(ক)—সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, সরকারের অনুমোদনক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভার্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০০৯ নিম্নোক্তভাবে সংশোধনপূর্বক জারি করা হলো :

ক্রমিক নং	প্রবিধান ও সংশোধনীর ধরন	সংশোধনী
১.	প্রবিধান-২ ক (আ) তে প্রতিস্থাপন	“তাহার তত্ত্বাবধানকারী অন্য কোন ব্যক্তি” শব্দগুলোর পরিবর্তে “আইনগত অভিভাবক” শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হইবে।
২.	প্রবিধান-২ চ (আ) (১) এ প্রতিস্থাপন	“বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাতা” শব্দগুলোর পরিবর্তে “বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আজীবন দাতা” শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হইবে।
৩.	প্রবিধান-২ ঠ এ প্রতিস্থাপন ও সংযোজন	“প্রদর্শক” শব্দটির পর “ইনস্ট্রাকটর” শব্দটি বসবে এবং দ্বিতীয় লাইন হিসেবে যুক্ত হবে “গ্রন্থাগারিক, সহকারি গ্রন্থাগারিক এবং অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য বা খণ্ডকালীন শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত কোন ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে গণ্য হইবেন না।”
৪.	প্রবিধান-২ থ এ সংযোজন	“সাধারণ শিক্ষক বলতে প্রধান শিক্ষক/সহকারি প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ ব্যতিত অপরাপর শিক্ষকগণকে বোঝাইবে।”

(১)

মূল্য : টাকা ৪.০০

ক্রমিক নং	প্রবিধান ও সংশোধনীর ধরন	সংশোধনী
৫.	প্রবিধান-৩ (২) এ প্রতিস্থাপন	“তবে শর্ত থাকে যে...” অংশের “শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন” শব্দগুলোর পরিবর্তে “শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী অথবা তাঁর মনোনীত একজন প্রকৌশলী সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন, যাহার পদমর্যাদা সহকারি প্রকৌশলীর নিম্নে হইবে না” শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হইবে।
৬.	প্রবিধান-৪ (১) খ এর সাথে সংযোজন	“আরও শর্ত থাকে যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোটে একজন শিক্ষক সদস্য নির্বাচিত হইবেন এবং সেই ক্ষেত্রে মোট নির্বাচিত সাধারণ শিক্ষক সদস্য দুই জনের পরিবর্তে তিনজন হইবে।”
৭.	প্রবিধান-৪(১) গ এ প্রতিস্থাপন	“তবে শর্ত থাকে যে....” অংশের “মাধ্যমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উভয় স্তরের মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোটে.....” শব্দগুলোর পরিবর্তে “মাধ্যমিক/প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, সকল স্তরের মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকল স্তরের সকল শিক্ষকের ভোটে...” শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হইবে।
৮.	প্রবিধান-৪ (১) ঘ এর সাথে সংযোজন	“আরও শর্ত থাকে যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে ১ম—৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে ১ম—৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের ভোটে একজন সাধারণ অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত হইবেন এবং সেই ক্ষেত্রে মোট নির্বাচিত সাধারণ অভিভাবক সদস্য চার জনের পরিবর্তে পাঁচজন হইবে।”
৯.	প্রবিধান-৪ (১) ঙ সংশোধন	“তবে শর্ত থাকে যে....” অংশটি নিম্নরূপভাবে সংশোধিত হবে। “তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক/মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ১১শ, মাধ্যমিক স্তরের ৬ষ্ঠ—৯ম এবং প্রাথমিক স্তরের ১ম—৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকল স্তরের সকল অভিভাবকের ভোটে একজন সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত হইবেন।”
১০.	প্রবিধান-৫(৩) এ প্রতিস্থাপন	“প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা” শব্দগুলোর পরিবর্তে “সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত প্রথম/দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা” শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে।
১১.	প্রবিধান-৫(৫) হিসাবে সংযোজন	“সভাপতির পদ কোন কারণে শূন্য হইলে প্রবিধান ৫(১), ৫(২), ৫(৩) ও ৫(৪) এর বিধান মতে পদ শূন্য হইবার অনধিক সাত দিনের মধ্যে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হইবেন।”

ক্রমিক নং	প্রবিধান ও সংশোধনীর ধরন	সংশোধনী
১২.	প্রবিধান-৭ খ এর ২য় প্যারায় সংযোজন	“তাছাড়া, মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি শাখা সংযুক্ত থাকিলে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কারিগরি শাখার শিক্ষকগণ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হইবেন।”
১৩.	প্রবিধান-৭ ঘ এর ২য় প্যারায় সংযোজন	“তাছাড়া, মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি শাখা সংযুক্ত থাকিলে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কারিগরি শাখার শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ মাধ্যমিক স্তরের অভিভাবক হিসাবে গণ্য হইবেন।”
১৪.	প্রবিধান-৭(ঝ) এ প্রতিস্থাপন	“ম্যানেজিং কমিটির প্রথম সভায়” শব্দগুলোর পরিবর্তে “ম্যানেজিং কমিটি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে আহত প্রথম সভায়” শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হইবে।
১৫.	প্রবিধান-৮(১) এ সংযোজন	লাইনের শেষে “এবং উক্ত সভায় নির্বাচিত সদস্যগণের ন্যূনতম দুই তৃতীয়াংশের উপস্থিতি নিশ্চিত করিবেন” কথাগুলো সংযোজিত হইবে।
১৬.	প্রবিধান-৮(২) এ প্রতিস্থাপন	“উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে তাহাদের দ্বারা মনোনীত.... একজন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন” শব্দগুলোর পরিবর্তে “প্রিজাইডিং অফিসার, যিনি নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।”
১৭.	প্রবিধান-৮(৩) এ সংযোজন	“উক্ত সভায় উপস্থিত” শব্দগুলোর পর “নির্বাচিত” শব্দটি সংযোজিত হইবে।
১৮.	প্রবিধান-৮(৪) হিসাবে সংযোজন	“ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচনে একাধিক প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট পাইলে লটারির মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচন করিতে হইবে।”
১৯.	প্রবিধান-৮(৫) হিসাবে সংযোজন	“সভাপতির পদ কোন কারণে শূন্য হইলে, পদ শূন্য হওয়ার অনধিক সাত দিনের মধ্যে নতুন সভাপতি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সভা আহ্বান করিতে হইবে। উক্ত সভায় ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে প্রবিধান ৮(২), ৮(৩) অনুসরণপূর্বক সভাপতি নির্বাচিত হইবেন।”
২০.	প্রবিধান-১৫(১) এর শেষে সংযোজন	“তবে মহানগর এলাকায় ম্যানেজিং কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও জেলা প্রশাসকের লিখিতভাবে অনুরোধ জানাইতে হইবে।”
২১.	প্রবিধান-৫০(২) সংশোধন	“উপবিধান (১)-এর অধীনে গঠিত গভর্নিং বডি বা ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটিতে সভাপতি, সদস্য-সচিব হিসাবে প্রতিষ্ঠান প্রধান, দুইজন শিক্ষক সদস্য এবং তিনজন অভিভাবক সদস্য থাকিবেন।”

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

প্রফেসর মো: মাহাবুবুর রহমান
চেয়ারম্যান।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd